ভোরের কাগজ

15

FEB. 1 4 2000

তারিখ ... FEB. 2000 ...
পৃষ্ঠা 9 কলাম 10 ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপন কথা, যা বলা হয়নি

যৌতুকের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ফেরদৌস হাসান কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতন বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা গোটা বাংলাদেশে। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী পাঁচ লাখ টাকা যৌতুক দাবি করেছিলেন স্ত্রী পক্ষের কাছে, তা না পেয়ে তিনি তার স্ত্রীকে পিটিয়েছেন, তাকে রক্তাক্ত করে বাসা থেকে বের করে দিয়েছেন ইত্যাদি ... ইত্যাদি ... আরো বিভিন্ন কথা এখন আমজনতার মুখে মুখে। দৈনিক পত্রিকা পড়ে মানুষজন একথা বিস্তারিতভাবে শুনেছেন ও জেনেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র এই একটি কুকর্মের কাজ করারই বাকি ছিল তাও অবশেষে এক শিক্ষক পূর্ণ করে দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা একটা সমঝোতার চেষ্টা করেছিলেন শিক্ষার মতো মর্যাদাপূর্ণ পেশার স্বার্থে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের মানমর্যাদার দিকে চেয়ে। কিন্তু তার যৌতুক দাবি এবং তার জন্য নির্যাতনকে ধিক্কার দেয়ার কথাটা কেউ তোলেননি সালিশিতে। এটা ভাবতে অবাক লাগে।

চাঁদাবাজি, ছিনতাই, অপহরণ, সন্ত্রাসী, মস্তানি, ক্যাডারি সময়ে-অসময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধিত হয়েছে। এবং এখনো হচ্ছে আর এসব মানবতাবিরোধী ও শান্তিবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সবসময় মানুষের নোংরা, রসালো মন্তব্য শুনতে হয়েছে এবং এখনো শুনতে হচ্ছে। যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য শুনি তখন বড় বেশি খারাপ লাগে। ভাবি, এই কি সেই অতীতের প্রাচ্যের অক্সফোর্ড?

বাঙালির ইতিহাসে ঢাবি সর্বদাই অনেক উঁচু স্থানে ছিল। আজ আর সেই স্থান নেই একেবারে ধুলোয় মিলিয়ে যাচ্ছে। হবে নাই বা কেন? নতুন শতক, নতুন সহস্রাব্দ ২০০০ বরণ উৎসবে টিএসসি প্রাঙ্গণে বাঁধন নামক এক তরুণীকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে শত শত মানুষের সামনে আর তা করেছে ঢাবির ছাত্ররা। আর তারপর শিক্ষক দ্বারা স্ত্রী নির্যাতন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ বিবেকবান মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নিথর বোবা হয়ে। সন্ত্রাসী ছাত্র, ছিনতাইকারী ছাত্র, ক্যাডার ছাত্র, চাঁদাবাজ ছাত্র, অপহরণকারী ছাত্র, লাঞ্ছনাকারী ছাত্র এবং স্ত্রী নির্যাতনকারী শিক্ষক, লাঞ্ছনাকারী শিক্ষক এই হলো ঢাবির ছাত্র-শিক্ষক। তবে নিথর আছে। এই নিথর বোবা বিশ্ববিদ্যালয়ে তবে কেমন লেখাপড়া হবে। যখন দেখি এই ক্যাম্পাস নষ্টের এক লীলাভূমি, লজ্জায় নত হয়ে যাই। ভাবি, এই ক্যাম্পাস, এই বিশ্ববিদালয় কি শিক্ষার পাদপীঠ না অপরাধের চারণভূমি। আমার কাছেতো অপরাধী তৈরির পাঠশালা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

মানবতাবোধ, মূল্যবোধ ও সুন্দরের কোন সম্পর্কই নেই এখানে। ছাত্র-শিক্ষক দ্বন্দ্ব, শিক্ষক-শিক্ষক দ্বন্দ্ব, প্রশাসনে দুর্নীতি, সরকারের তাঁবেদার ছাত্র-শিক্ষক, বিরোধী প্রিয়পাত্র ছাত্র-শিক্ষক, নীল-সাদা-গোলাপী রংধারী শিক্ষক, ছাত্র রাজনীতি, শিক্ষক রাজনীতি সবকিছু এখানে সমান্তরালে চলে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের বালাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ আর নেই। মানুষ নামের মানুষ যারা মানসিক ভারসাম্যহীন নৃত্যের তালে তালে কেবল পীড়িত ও দীর্ণ করতে চায় সবকিছু সেখানে তো আর মেধা ও মননের প্রজ্ঞায় স্নাত হয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সোনালী সূর্য আনয়ন সম্ভবপর নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিঃসীম অন্ধকারে নিমজ্জিত হোক তা কারো কাম্য নয়। রাজনীতির নোংরা চিত্র কেন এখানে প্রবাহিত হবে? সৃষ্টিশীল চিন্তা-চেতনার জন্য তো এখান থেকে হওয়ার কথা। কিন্তু রাসেল-টুটুল নামক লাঞ্ছনাকারী, ফেরদৌস হাসানদের মতো চরিত্রহীন শিক্ষক যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বসবাস করবে ততদিন কখনোই সম্ভব নয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব রক্ষা করা।

আমি অবাক হই যখন দেখি লাঞ্ছনাকারী ছাত্রদের পক্ষ অবলম্বন করে প্রশাসন। আমি আরো অবাক হই স্ত্রী নির্যাতনকারী শিক্ষকের পক্ষে যখন ঢাবির অন্য শিক্ষকগণ কথা বলেন। ফেরদৌস হাসানের স্ত্রী নির্যাতনের ঘটনা সত্য নয়, এই মামলা সাজানো, তাকে হেয় করার জন্য এই মামলা এমন কথা যখন সম্মানিত অন্য শিক্ষকগণ বলেন, আমাকে লজ্জায় মাথানত করে থাকতে হয়। কিভাবে ১০২ জন শিক্ষক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করে তাকে সতীসাবিত্রী করতে চাইছেন আমি বুঝি না। একজন শিক্ষকের স্ত্রী (তাও আবার ঢাবির শিক্ষকের স্ত্রী) কতটুকু অসহায় অবস্থায় না পড়লে স্বামী সম্পর্কে মন্তব্য করবেন, নারী নির্যাতনের অভিযোগ এনে মামলা করবেন? সুতরাং ১০২ জন শিক্ষকের যুক্ত বিবৃতি নিশ্চয়ই বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আর কি বলবো, কাদের সম্পর্কে কি জন্য বলব? রাসেল, টুটুল, চন্দন, ভেতু শাহীন, পিচ্চি শামীম, টোকাই মিজান, ফেরদৌস হাসানদের সম্পর্কে! তাদের চরিত্র ভাল এ সম্পর্কে কথা বলা নিশ্চয়ই কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অতীত ঐতিহ্য যাই হোক না কেন, সেই অতীত ঐতিহ্য দিয়েতো আর বর্তমান সময়ের বর্বরতার কু-ঐতিহ্যকে দমানো যাবে না। ঢাবির চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র বলাটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে ভঙ্গুর কাচের মতো। তাঁবেদার, তেলমর্দনকারী, চামচাশ্রেণীর প্রশাসন যে ঢাবির প্রশাসন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নতুবা নতুন সহস্রাব্দ বরণ উৎসবে লাঞ্ছনাকারী দু ছাত্রকে সাময়িকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হল, স্ত্রী নির্যাতনকারী চরিত্রহীন শিক্ষককে কেন বহিষ্কার করা হল না? আমার জানার বড় ইচ্ছে ভিসি, প্রো-ভিসি, প্রক্টর, ডিন, প্রভোস্টদের স্ব স্ব অবস্থানে তারা কি ভাবছেন বিষয়টি নিয়ে।

সবশেষে বলতে চাই, স্ত্রী নির্যাতনকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনীত মামলা যদিওবা ডিসমিস হয় তারপর উনি কিভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুখ দেখাবেন। কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের সামনে দাঁড়াবেন।

বর্ষ শেষ দিনে স্ত্রী নির্যাতনের যে বর্বরতার ইতিহাস রচিত হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাই গোটা দেশের মানুষের ধ্যান-ধারণা ঢাবি আজ প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নয় নিষিদ্ধ এক ক্রাইম জোন।

শিশির অনিরুদ্ধ রুহুল
ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।